হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
محمد

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

প্রকাশকের কথা...

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত থেকে মানুষ যতই বিস্মৃত হয়ে পড়ছে, ততই সমাজে বিদআতের প্রসার ঘটছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বস্তুবাদী শিক্ষার পেছনে অধিক সময় ব্যয় করার কারণে অধিকাংশ মানুষই আজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিরাত ও আমল সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ বলা চলে। অল্পসংখ্যক মানুষ যারা দ্বীনি ইলমের চর্চা করছেন, তাদেরও অনেকের মাঝে দিনদিন সুন্নাত পালনের প্রতি অবহেলা-উদাসীনতা বাড়ছে। ফলে সমাজ থেকে ক্রমশ সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটছে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই সব সুন্নাতের ওপর আমলের পাশাপাশি সমাজে এগুলোর ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটানো জরুরি।

প্রিয় পাঠক, মানুষের মাঝে বিস্মৃত ও অবহেলিত এমনই কিছু সুন্নাতের আলোচনা করেছেন শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম তাঁর (سنن قل العمل بها) গ্রন্থে। আপনাদের জন্যই অতীব উপকারী এ গ্রন্থটি আমরা প্রকাশ করেছি 'হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ' নামে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ গ্রন্থে উল্লেখিত সুন্নাতসমূহের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন (আমিন)।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ

বই	হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ
শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

প্রথম প্রকাশকাল

রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
wafilife.com
Sijdah.com

মূল্য : ১২৮ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা,
৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

অবতরণিকা

الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসুলকে সত্য দ্বীন ও হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন অন্যান্য দ্বীনের ওপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করে তোলেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবি রাহমাতুল লিল-আলামিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির ওপর।

হামদ ও সালাতের পর, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া বান্দার ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি—কোনোটিই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

‘আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় ঝরনাসমূহ, সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে। আর এটা হচ্ছে মহাসফলতা। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন আগুনে, সে সেখানে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।’[১]

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যই হলো সফলতার আলোক-মিনার, যার চারপাশে আমরা প্রদক্ষিণ করছি। এবং এটাই মুক্তির আবাসস্থল—যার কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আর আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে।’[২]

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যই হলো ইবাদত—যা পূর্ণতা পায়

---

১. সুরা আন-নিসা : ১৩-১৪
২. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬

দ্বীনের আবশ্যকীয় ও পছন্দনীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করার মাধ্যমে। এ ছাড়া যত ভিন্ন পথ ও মত রয়েছে, সবই গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

'যে আমাদের সুন্নাহ-বহির্ভূত কোনো কাজ করবে, তা পরিত্যাজ্য।'[৩]

ইরবাজ বিন সারিয়া রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'আমার পরে তোমাদের মাঝে যারা জীবিত থাকবে, অচিরেই তারা বিভিন্ন মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমাদের জন্য তখন আমার আদর্শ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর (দ্বীনের ক্ষেত্রে) নব-আবিষ্কৃত বিষয়ের

---

৩. তালিকু সহিহিল বুখারি : ৩/৬৯, সহিহু মুসলিম : ১৭১৮

ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কারণ, প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।'[৪]

এ ছাড়াও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সময় খুতবায় বলতেন :

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হলো মুহাম্মাদের আদর্শ। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের ক্ষেত্রে) নব-আবিষ্কৃত বিষয় এবং প্রত্যেক বিদআতই (নব-আবিষ্কৃত বিষয়) ভ্রষ্টতা।'[৫]

আল্লাহ তাআলা কুরআনের চল্লিশের বেশি স্থানে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ

'বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।'[৭]

---

৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৭
৫. সহিহু মুসলিম : ৮৬৭
৬. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪/২১
৭. সুরা আন-নিসা : ৬৪

সুন্নাত বিলুপ্ত হওয়া, অবহেলিত হয়ে পড়া, তা থেকে মানুষ বিস্মৃত হয়ে পড়া এবং সমাজে তার বাস্তবায়ন না থাকা—এর সবই বিদআত প্রসারের লক্ষণ। যেমন ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

مَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مَنْ عَامٍ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتَ السُّنَنُ

'প্রতিটি নতুন বছরেই মানুষ একটি করে বিদআত আবিষ্কার করে এবং একটি করে সুন্নাত মিটিয়ে দেয়। এভাবে একসময় বিদআত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।'[৮]

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন কিছু সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি, যেগুলো বর্তমান সময়ে চরম অবহেলার স্বীকার। তন্মধ্যে কিছু সুন্নাতের আমল কমে গেছে, আর কিছু সুন্নাত মানুষ একেবারে ছেড়েই বসেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রচার-প্রসার এবং তাঁর নিম্নোক্ত হাদিসের ওপর আমল করার উদ্দেশ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

---

৮. আল-বিদউ লি ইবনি ওয়াজাজাহ : ২/৮৩

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ

'যে ইসলামে উত্তম কোনো জিনিসের প্রবর্তন করে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরে সেটার ওপর আমলকারীর প্রতিদানও পাবে।'[৯]

পরিশেষে আবারও বলছি, মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা নিহিত আছে একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত ও আদর্শের মাঝে। আল্লাহ তাআলা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের ওপর চলা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতামাতাদের ক্ষমা করুন। আমিন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

---

৯. সহিহু মুসলিম : ১০১৭

সুন্নাতের পরিচয়

'সুন্নাত'-এর আভিধানিক অর্থ হলো 'পথ' ও 'আদর্শ'।

সামগ্রিক পরিভাষায় সুন্নাত : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সুন্নাত : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন এবং তাঁর দৈহিক ও আদর্শিক গুণাবলি।

ফকিহদের পরিভাষায় সুন্নাত : সকল মুসতাহাব আমল—যার আদায়কারী প্রশংসিত কিন্তু পরিত্যাগকারী নিন্দিত নয়।

সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ইমামদের গুরুত্বারোপ

জনৈক লোক ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট এসে বললেন, 'আমরা কোথা হতে ইহরাম বাঁধব?'

মালিক রহ. বললেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যে মিকাত (ইহরাম বাঁধার স্থান) নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেখান থেকে।'

লোকটি বললেন, 'যদি আমি মিকাতে পৌঁছার আগেই ইহরাম বেঁধে নিই?'

তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিমত নেই।'

লোকটি বললেন, 'মিকাত অতিক্রম করে চলে গেলে, কী মনে করেন?'

তিনি বললেন, 'আমি তোমার ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা করছি।'

লোকটি বললেন, 'ভালো কাজ বাড়িয়ে করায় ফিতনা কীসের?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের গ্রাস করবে।"'[১০]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, 'আমি এমন কোনো হাদিস লিপিবদ্ধ করিনি, যার ওপর নিজে আমল করিনি। এমনকি যখন আমার কাছে হাদিস পৌঁছল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিঙা লাগিয়ে এর বিনিময়ে আবু তাইবাকে এক দিনার দিয়েছেন, তখন আমিও যখন শিঙা লাগাই, তখন চিকিৎসককে বিনিময়স্বরূপ এক দিনার দিলাম।'[১১]

---

১০. সুরা আন-নুর : ৬৩
১১. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা নং ২৩২

আব্দুর রহমান বিন মাহদি রহ. বলেন, 'আমি সুফইয়ান রহ.-কে বলতে শুনেছি, "আমার কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যত হাদিস এসেছে, প্রত্যেক হাদিসের ওপর আমি অন্তত একবার হলেও আমল করেছি।"'[১২]

মুসলিম বিন ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি জুতা পায়ে সালাত আদায় করি। যদিও জুতা খুলে ফেলা আমার জন্য অধিক আরামদায়ক, কিন্তু কেবল সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যেই আমি এমন করে থাকি।'[১৩]

ইবনে রজব রহ. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথে থেকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী অন্য পথে থেকে সর্বাত্মক চেষ্টাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'[১৪]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুন্নাত পালনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা বিদআত পালনে অধিক মেহনত করা থেকে উত্তম।'[১৫]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'যদি সমাজের রীতির বিপরীত হওয়ার অজুহাতে সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে একসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শেষমেষ তার চিহ্নটুকুও মুছে যাবে।'

---

১২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/২৪২
১৩. কিতাবুজ জুহদ (ইমাম আহমাদ), পৃষ্ঠা নং ৩৫৫
১৪. লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা নং ২৭০
১৫. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩৫২

অবহেলিত বা হারিয়ে যাওয়া সুন্নাতসমূহ

➢ গোসল করার সময় প্রথমে অজু করা

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দুহাত ধৌত করতেন এবং সালাতের অজুর ন্যায় অজু করতেন। তারপর আঙুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর উভয় হাতে তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। এরপর সারা দেহের ওপর পানি ঢেলে দিতেন।'[১৬]

➢ জুতা পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র থাকলে জুতা পায়ে সালাত আদায় করা

- আনাস বিন মালিক রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি জুতা পায়ে সালাত আদায় করেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'[১৭]

- আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথিদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি নিজ জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন। যখন অন্যরা তা দেখল, তারাও নিজেদের জুতা খুলে ফেলল।

---

১৬. সহিহুল বুখারি : ২৪৮, সহিহু মুসলিম : ৩১৬
১৭. সহিহুল বুখারি : ৩৮৬

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করে বললেন, "তোমাদের জুতা খুলতে কীসে উদ্বুদ্ধ করল?" তারা বলল, "আমরা আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমাদের জুতা খুলে নিয়েছি।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমার নিকট জিবরাইল আ. এসে সংবাদ দিলেন, (আমার) জুতায় নাপাকি বা ময়লা আছে (তাই আমি খুলে ফেলেছি)।" এরপর তিনি বললেন :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে, সে যেন দেখে নেয়, তার জুতাজোড়ায় নাপাকি-ময়লা আছে কি না। থাকলে সে তা মুছে ফেলবে এবং জুতা পায়ে রেখেই নামাজ আদায় করবে।"'[১৮]

➢ জুতা পরার সময় ডান পায়ে আগে পরা এবং খোলার সময় বাম পা থেকে আগে খোলা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ

১৮. সুনানু আবি দাউদ : ৬৫০

"যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করবে, তখন প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করবে। আর যখন জুতা খুলবে, তখন বাম পা থেকে আগে খুলবে। যাতে ডান দিকটা পরিধানের সময় প্রথম হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।"'[১৯]

➢ পান করার সময় বসা

- আনাস রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা রা. বলেন, 'আমরা বললাম, "দাঁড়িয়ে আহার করা কেমন?" আনাস রা. বললেন, "তা আরও মন্দ ও নিকৃষ্ট।"'[২০]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

"তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে পান করলে সে যেন তা বমি করে ফেলে।"'[২১]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এক

---

১৯. সহিহুল বুখারি : ৫৮৫৫
২০. সহিহু মুসলিম : ২০২৪
২১. সহিহু মুসলিম : ২০২৬

লোককে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে বললেন, "বমি করে ফেলো।" সে বলল, "কেন?" তিনি বললেন, "তুমি বিড়ালের সাথে পান করে আনন্দিত হবে কি?" সে বলল, "না।" তিনি বললেন, "কিন্তু (দাঁড়িয়ে পান করায়) তোমার সাথে শয়তান পান করেছে, যে কিনা বিড়ালের চেয়েও খারাপ।"'[২২]

- আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করাকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।'[২৩]

অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পান করাও বৈধ। তার প্রমাণ হচ্ছে :

- নাজ্জাল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কুফা মসজিদের ফটকে আলি রা.-এর নিকট পানি আনা হলে তিনি দাঁড়িয়ে পান করলেন। এরপর বললেন, "লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পান করাকে মাকরুহ মনে করে; অথচ আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এভাবে (দাঁড়িয়ে) পান করতে দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে দেখলে।"'[২৪]

---

২২. মুসনাদু আহমাদ : ৮০০৩
২৩. সহিহু মুসলিম : ২০২৪
২৪. সহিহুল বুখারি : ৫৬১৫

- আমর বিন শুআইব রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাঁড়িয়ে ও বসে—উভয় অবস্থায় পান করতে দেখেছি।'[২৫]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি এবং বসেও পান করতে দেখেছি। খালি পায়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, জুতা পরিধান করেও আদায় করতে দেখেছি। সালাত আদায় শেষে ডান দিক থেকে ফিরে বসতে দেখেছি এবং বাঁ দিক থেকেও ফিরে বসতে দেখেছি।'[২৬]

➢ **পান করার সময় পাত্রের বাইরে নিশ্বাস ছাড়া এবং তিনবারে পান করা**

- আব্দুল্লাহ বিন কাতাদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ

"তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন যেন পাত্রের

---

২৫. সুনানুত তিরমিজি : ১৮৮৩
২৬. সুনানুন নাসায়ি : ১৩৬১

ভেতর নিশ্বাস না ফেলে। আর যখন টয়লেটে যায়, তখন যেন ডান হাত দ্বারা নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা না করে।"'[২৭]

• আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন এবং (এ সম্পর্কে) বলতেন, "এতে উত্তমরূপে তৃপ্তি লাভ হয়, পিপাসার ক্লেশ দ্রুত দূর হয় এবং অতি সহজে গলাধঃকরণ হয়।"'

আনাস রা. বলেন, 'পান করার সময় আমিও তিনবার শ্বাস গ্রহণ করে থাকি।'[২৮]

➢ সফর থেকে ফিরে মসজিদে দুই রাকআত সালাত পড়া

কাব বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন। অতঃপর লোকদের নিয়ে বসতেন... ।'[২৯]

---

২৭. সহিহুল বুখারি : ১৫৩
২৮. সহিহু মুসলিম : ২০২৮
২৯. সহিহুল বুখারি : ৪৪১৮, সহিহু মুসলিম : ২৭৬৯

➢ কবর জিয়ারত করা

• আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করতে গেলেন। সেখানে তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং আশপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। অতঃপর বললেন, "আমি আমার রবের কাছে তার ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারপর আমি তার কবর জিয়ারতের ব্যাপারে অনুমতি চাইলাম। তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো। সুতরাং তোমরা কবর জিয়ারত করো। কারণ, তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"'[৩০]

• বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

"আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করা থেকে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা জিয়ারত করো। আমি তোমাদের কুরবানির গোশত তিন দিনের অধিক

---

৩০. সহিহু মুসলিম : ৯৭৬

সময় রাখতে নিষেধ করতাম, কিন্তু এখন যতদিন সম্ভব তোমরা সংরক্ষণ করতে পারো। তোমাদের নাবিজ (খেজুর ভেজানো পানি) মশক ব্যতীত অন্য পাত্র থেকে পান করা হতে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা সব পাত্র থেকেই পান করতে পারো, কিন্তু নেশা চলে আসলে পান কোরো না।'"[৩১]

- অপর এক বর্ণনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

'আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে বারণ করেছিলাম, তবে এখন জিয়ারত করতে পারো। কারণ, কবর জিয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'[৩২]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে থাকতেন, সে রাতের শেষভাগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "বাকি" কবরস্থানে চলে যেতেন। তারপর এই দুআ পড়তেন—

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا

---

৩১. সহিহ মুসলিম : ৯৭৭
৩২. সুনানু আবি দাউদ : ৩২৩৫

تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

"তোমাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক, ওহে ইমানদার কবরবাসী! পরকালীন যেসব প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল, তা তোমাদের নিকট এসে গেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ, বাকি গারকাদ কবরবাসীদের তুমি ক্ষমা করে দাও।"'[৩৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর জিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি কবর জিয়ারত-সম্পর্কিত নিষিদ্ধ বিষয়াবলিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

- আবু মারসাদ গানাবি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

'তোমরা কবরের ওপর বোসো না এবং সেদিকে ফিরে সালাত আদায় কোরো না।'[৩৪]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।'[৩৫]

---

৩৩. সহিহু মুসলিম : ৯৭৪
৩৪. সহিহু মুসলিম : ৯৭২
৩৫. সুনানুত তিরমিজি : ১০৫৬

➢ সালাতে সালাম ফেরানোর আগে বেশি বেশি দুআ করা

• নবিজির স্ত্রী আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে এই দুআ পড়তেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাইছি, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে গুনাহ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাইছি।"'

এক লোক বলল, 'আপনি কেন বেশি বেশি ঋণ থেকে আশ্রয় কামনা করেন?' তিনি বললেন, 'কারণ, যখন কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে।'[৩৬]

• আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে

---

৩৬. সহিহুল বুখারি : ৮৩২, সহিহু মুসলিম : ৫৮৯

সালাত আদায় করতাম, তখন বলতাম :

السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ

"বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার ওপর সালাম বর্ষিত হোক এবং অমুক ও অমুকের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।"

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা এ রকম বলো না যে, "আল্লাহর ওপর সালাম বর্ষিত হোক"। কেননা, আল্লাহ তো নিজেই সালাম; বরং তোমরা বলো :

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

"যাবতীয় অভিবাদন, প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবি, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

তোমরা এই দুআ করলে আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যায়; চাই সে আসমানে থাকুক, অথবা আসমান বা জমিনের মাঝে থাকুক। (অতঃপর বলবে :)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।"

এরপর সালাত আদায়কারী তার পছন্দনীয় যেকোনো দুআ করবে।"'[৩৭]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ পাঠ করবে, তখন যেন চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে সে বলে :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জাহান্নাম, কবরের আজাব, জীবন ও মরণের ফিতনা এবং মাসিহে দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"'[৩৮]

- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজে বৈঠক

---

৩৭. সহিহুল বুখারি : ৮৩৫
৩৮. সহিহু মুসলিম : ৫৮৮

করতেন, তখন ডান হাত হাঁটুর ওপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে রাখতেন।'[৩৯]

- আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশাহহুদ ও সালামের মাঝে শেষ যা বলতেন, তা হলো :

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন আমার সকল গুনাহ—যা আগে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপন করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি, যা সীমালঙ্ঘন করে করেছি এবং যা সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। আপনিই অগ্রগামী করেন এবং আপনিই পশ্চাদগামী করেন। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"'[৪০]

- আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, 'আমাকে এমন একটি দুআ শিখিয়ে দিন, যার মাধ্যমে সালাতে দুআ করতে পারি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি পড়বে :

---

৩৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৯৪

৪০. সহিহ মুসলিম : ৭৭১, সুনানুত তিরমিজি : ৩৪২১

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হে আল্লাহ, আমি আমার সত্তার ওপর সীমাহীন অন্যায় করেছি। আপনি ছাড়া পাপমোচনকারী কেউ নেই। তাই আপনি নিজ পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনিই ক্ষমাশীল ও দয়াকারী।"'[৪১]

➢ পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জানতে চাইল, "ইসলামের কোন কাজ সবচাইতে উত্তম?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"তুমি (লোকদের) আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।"'[৪২]

---

৪১. সহিহুল বুখারি : ৮৩৪
৪২. সহিহুল বুখারি : ১২, সহিহু মুসলিম : ৩৯

➢ মোরগের আওয়াজ শুনে দুআ করা এবং গাধার ডাক শুনে আশ্রয় প্রার্থনা করা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

'তোমরা যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করবে। কারণ, সে ফেরেশতা দেখতে পেয়েছে (বলেই আওয়াজ করেছে)। আর যখন গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কারণ, সে শয়তানকে দেখতে পেয়েছে (বলেই আওয়াজ করেছে)।'[৪৩]

➢ সালাত আদায়ের সময় সামনে 'সুতরা'[৪৪] বা বেড়াদণ্ড রাখা

- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য বর্শা পুঁতে দেওয়া হতো। অতঃপর তিনি সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন।'[৪৫]

---

৪৩. সহিহুল বুখারি : ৩৩০৩, সহিহ মুসলিম : ২৭২৯

৪৪. সুতরা হলো, সালাত আদায়কারীর সামনে একহাত লম্বা সাইজের কোনো লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে রাখা, যাতে কেউ সামনে দিয়ে গেলে অসুবিধা না হয়।

৪৫. সহিহুল বুখারি : ৪৯৮

- আবু হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা দুপুরবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁর জন্য অজুর পানি আনা হলো। তিনি অজু করলেন এবং আমাদের নিয়ে জোহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতের সময় তাঁর সামনে ছিল লৌহযুক্ত ছড়ি, যার অপর পাশ দিয়ে মহিলা ও গাধা চলাচল করছিল।'[৪৬]

- আবু সালিহ সাম্মাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আবু সাইদ খুদরি রা.-কে জুমআর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসেবে সামনে কোনো কিছু রেখে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আবু মুআইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। আবু সাইদ রা. তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লক্ষ করে দেখল, তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। তাই সে পুনরায় অতিক্রম করতে চাইল। কিন্তু আবু সাইদ রা. এবার আগের তুলনায় আরও জোরে ধাক্কা দিলেন। অতঃপর যুবকটি মারওয়ানের নিকট গিয়ে আবু সাইদ রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আবু সাইদ রা.-ও তার পিছু পিছু মারওয়ানের নিকট প্রবেশ করলেন। মারওয়ান বললেন, "হে আবু সাইদ, আপনার ও আপনার ভাতিজার ব্যাপার কী?" আবু সাইদ রা. বললেন, "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

---

৪৬. সহিহুল বুখারি : ৪৯৯, সহিহু মুসলিম : ৫০৩

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"তোমাদের কেউ যদি তার সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর অন্য কেউ তার সামনে দিয়ে (সুতরার ভেতর দিক দিয়ে) অতিক্রম করতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তবে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ, সে শয়তান।"'[৪৭]

➢ নফল সালাত বাড়িতে আদায় করা

- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

'তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় কোরো। ঘরকে কবরে পরিণত কোরো না।'[৪৮]

- জাইদ বিন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাজান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। তিনি (হাদিসের মূল

---

৪৭. সহিহুল বুখারি : ৫০৯, সহিহু মুসলিম : ৫০৫
৪৮. সহিহুল বুখারি : ৪৩২

বর্ণনাকারী বিশর বিন সাইদ) বলেন, মনে হয় (জাইদ বিন সাবিত রা.) কামরাটি চাটাইয়ের তৈরি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করলেন। তখন সাহাবিদের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি নামাজ পড়া থেকে বিরত হলেন এবং তাদের নিকট বের হয়ে বললেন :

قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় কোরো। কারণ, ফরজ সালাত ব্যতীত লোকদের ঘরে আদায় করা সালাতই সর্বোত্তম।"'[৪৯]

➢ চাশতের সালাত আদায় করা

• আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন; আমি মৃত্যু পর্যন্ত সেগুলো পরিত্যাগ করব না। (এক) প্রতি মাসে তিন দিন

৪৯. সহিহুল বুখারি : ৭৩১

রোজা রাখা, (দুই) চাশতের সালাত আদায় করা এবং (তিন) বিতরের সালাত আদায় করে ঘুমানো।'[৫০]

- আবু জার রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

'তোমাদের কেউ যখন ভোরবেলায় উপনীত হয়, তখন তার প্রতিটি জোড়ার ওপর একটি সদাকা ওয়াজিব হয়। তবে প্রত্যেক "সুবহানাল্লাহ" বলা সদাকা, প্রত্যেক "আলহামদুলিল্লাহ" বলা সদাকা, প্রত্যেক "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা সদাকা, প্রত্যেক "আল্লাহু আকবার" বলা সদাকা, আমর বিল মারুফ (সৎ কাজের আদেশ) সদাকা এবং নাহি আনিল মুনকার (অসৎ কাজে বাধা দান) সদাকা। আর চাশতের সময় দুই রাকআত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।'[৫১]

---

৫০. সহিহুল বুখারি : ১১৭৮
৫১. সহিহু মুসলিম : ৭২০

➢ কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ পড়া

• আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা ১১ রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন সুবহে সাদিক হতো, তখন দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। এরপর ডান কাত হয়ে শয্যা গ্রহণ করতেন, যতক্ষণ না মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে সালাতের খবর দিতেন।'[৫২]

• আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় লোকেরা যখন কোনো স্বপ্ন দেখত, তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বর্ণনা করত। আমিও কোনো স্বপ্ন দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বর্ণনা করার আকাঙ্ক্ষা করতাম। আমি তখন যুবক ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জমানায় মসজিদে ঘুমাতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দুজন ফেরেশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কূপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধানো এবং তাতে দুটি খুঁটি রয়েছে। হঠাৎ দেখি, সেখানে অনেক পরিচিত লোকজন। তখন আমি বলতে লাগলাম, "আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তখন অন্য এক ফেরেশতা এসে আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি ভয়

---

৫২. সহিহুল বুখারি : ৩৬১০

পেয়ো না।" অতঃপর আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মুমিনিন) হাফসা রা.-এর কাছে বর্ণনা করলাম। এরপর হাফসা রা. তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন :

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ

"আব্দুল্লাহ কতই না ভালো লোক! যদি সে রাত জেগে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত।"'

এরপর থেকে তিনি রাতের খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।[৫৩]

- আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন :

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا

'আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় সালাত হলো, দাউদ আ.-এর সালাত এবং সর্বাধিক প্রিয় সাওম হলো, দাউদ আ.-এর সাওম। তিনি (দাউদ আ.) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি

৫৩. সহিহুল বুখারি : ১১২২

একদিন সাওম পালন করতেন এবং একদিন সাওম ছাড়া কাটাতেন।’[৫৪]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

‘আমাদের মহিমান্বিত মহান রব প্রতিরাতে যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, “কে আছে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দান করব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।”’[৫৫]

- জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

---

৫৪. সহিহুল বুখারি : ১১৩১
৫৫. সহিহুল বুখারি : ১১৪৫

“নিশ্চয় রাতের এমন একটি সময় রয়েছে, কোনো মুসলিম যদি ঠিক সে সময় আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করবেন। এই সুযোগ প্রতিটি রাতেই রয়েছে।”’[৫৬]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, “ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত কোনটি এবং রমাজানের সাওমের পর সর্বোত্তম সাওম কোনটি?” তিনি উত্তর দিলেন—

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ

“ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো, গভীর রাতের সালাত এবং রমাজানের সাওমের পর সর্বোত্তম সাওম হলো, আল্লাহর মাস মুহাররামের সাওম।”’[৫৭]

- আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন লোকেরা দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে

---

৫৬. সহিহ মুসলিম : ৭৫৭
৫৭. সহিহ মুসলিম : ১১৬৩

গেল। আর বলাবলি হচ্ছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। আমিও লোকদের সাথে তাঁকে দেখতে এলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা যখন আমার সামনে প্রতিভাত হলো, আমি বুঝতে পারলাম, ইহা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন তিনি প্রথমে যে কথাটি বলেছিলেন, তা হলো :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"হে লোকসকল, সালামের প্রসার করো, লোকদের আহার করাও এবং মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে, তখন সালাত আদায় করো—তবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'"[৫৮]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

---

৫৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৩৪

'আল্লাহ তাআলা সেই স্বামীর প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে তোলে। স্ত্রী যদি উঠতে না চায়, তবে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। আল্লাহ তাআলা সেই স্ত্রীর প্রতিও রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং স্বামীকেও জাগিয়ে তোলে। যদি স্বামী উঠতে না চায়, তবে তার মুখে পানির ছিটা দেয়।'[৫৯]

➢ বিতরের সালাত আদায় করা

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন; আমি মৃত্যু পর্যন্ত সেগুলো পরিত্যাগ করব না। (এক) প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা। (দুই) চাশতের সালাত আদায় করা। এবং (তিন) বিতরের সালাত আদায় করে ঘুমানো।'[৬০]

- আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

'তোমাদের রাতের শেষ সালাত যেন বিতরের সালাত হয়।'[৬১]

---

৫৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৩০৮
৬০. সহিহুল বুখারি : ১১৭৮
৬১. সহিহুল বুখারি : ৯৯৮

- আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জনৈক লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, "রাতের সালাতের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিম্বারের ওপর ছিলেন। তিনি বললেন, "দুই রাকআত দুই রাকআত করে আদায় করবে। যখন তোমাদের কারও ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তখন সে আরও এক রাকআত আদায় করে নেবে। আর এটি তার পূর্বের সালাতকে বিতর (বিজোড়) বানিয়ে দেবে।"' (নাফি রহ. বলেন) ইবনে উমর রা. বলতেন, 'তোমরা বিতরকে রাতের শেষ সালাত হিসেবে আদায় করবে। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন।'[৬২]

➢ সুন্নাতে মুআক্কাদাসমূহের প্রতি যত্নশীল হওয়া

- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে জোহরের পূর্বে দুই রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত, ইশার পর দুই রাকআত এবং জুমআর পর দুই রাকআত সালাত আদায় করেছি। আর মাগরিব, ইশা ও জুমআর (দুই রাকআত) সালাত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাঁর ঘরেই আদায় করেছি।'[৬৩]

---

৬২. সহিহুল বুখারি : ৭৪২
৬৩. সহিহ মুসলিম : ৭২৯

● আব্দুল্লাহ বিন শাকিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা রা.-কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নফল সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোহরের আগে ঘরে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর (মসজিদে) বের হয়ে যেতেন এবং লোকদের সাথে সালাত আদায় করতেন। এরপর (ঘরে) প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করে (ঘরে) প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। ইশার সময় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি রাতের বেলায় নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন—যার মাঝে বিতরও ছিল। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘ রাত বসে আদায় করতেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিরাত পড়তেন, তখন দাঁড়ানো অবস্থাতেই রুকু ও সিজদা করতেন। আর যখন বসে বসে কিরাত পাঠ করতেন, তখন বসে বসেই রুকু ও সিজদা করতেন। তারপর সুবহে সাদিক উদিত হলে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন।"'[৬৪]

● উম্মে হাবিবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

---

৬৪. সহিহু মুসলিম : ৭৩০

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি প্রতি দিনে ও রাতে ১২ রাকআত সালাত (সুন্নাতে মুআক্কাদা) আদায় করবে, বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।"'[৬৫]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দুই রাকআত সালাত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করতেন না। তা হলো, ফজরের আগের দুই রাকআত এবং আসরের পরের দুই রাকআত।'[৬৬]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকআত নফল সালাতের প্রতি অন্যান্য নফল সালাতের তুলনায় অধিক যত্নশীল ছিলেন।'[৬৭]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকআত সালাত কখনো ছাড়তেন না।'[৬৮]

---

৬৫. সহিহু মুসলিম : ৭২৮
৬৬. সহিহুল বুখারি : ৫৯২
৬৭. সহিহুল বুখারি : ১১৬৩
৬৮. সহিহুল বুখারি : ১১৮২

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'ফজরের (আগের) দুই রাকআত সালাত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।'[৬৯]

➢ ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে নেওয়া

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, সে যেন তার লুঙ্গির ভেতরের অংশ দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কারণ, তার অবর্তমানে তার অগোচরে বিছানায় কষ্টদায়ক কোনো কিছু থাকতে পারে। অতঃপর বলবে :

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

"হে আমার প্রতিপালক, আপনার নামেই আমার দেহ বিছানায় রাখলাম এবং আপনার নামেই আবার উঠব। যদি আপনি ইতিমধ্যে আমার জান কবজ করে নেন, তাহলে তার ওপর দয়া করুন। আর যদি

---

৬৯. সহিহু মুসলিম : ৭২৫

আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে আপনার নেক বান্দাদের হিফাজত করার ন্যায় তার হিফাজত করুন।"'[৭০]

➢ সুরমা ব্যবহার করা

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ

'তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইসমিদ। নিশ্চয় এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন হয়।'[৭১]

➢ প্রতিমাসে তিন দিন রোজা রাখা

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন; আমি মৃত্যু পর্যন্ত সেগুলো পরিত্যাগ করব না। (এক) প্রতিমাসে তিন দিন রোজা রাখা, (দুই) চাশতের সালাত আদায় করা এবং (তিন) বিতরের সালাত আদায় করে ঘুমানো।'[৭২]

---

৭০. সহিহুল বুখারি : ৬৩২০
৭১. সুনানুন নাসায়ি : ৫১১৩
৭২. সহিহুল বুখারি : ১১৭৮

• আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আমার ব্যাপারে এ খবর পৌঁছল যে, আমি বলেছি, "যতদিন আমি বেঁচে থাকব, প্রতিদিন রোজা রাখব এবং সারা রাত সালাত আদায় করব।" (আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে) আমি বললাম, "আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আমি সত্যি এমনটিই বলেছি।" তিনি বললেন, "তা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি বরং মাঝেমধ্যে সাওম পালন করবে এবং মাঝেমধ্যে সাওম ছাড়া কাটাবে। রাতের কিছু অংশ জাগ্রত থাকবে (ইবাদত করবে) এবং কিছু অংশ ঘুমাবে। আর মাসে তিন দিন সাওম পালন করবে। কারণ, নেক কাজের ফল তার দশগুণ। ফলে এভাবে সারা বছরের সাওম পালন হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "আমি এর চেয়েও বেশি করার সামর্থ্য রাখি।" তিনি বললেন, "তাহলে একদিন সাওম পালন করবে এবং দুদিন ছেড়ে দেবে।" আমি বললাম, "আমি এর চেয়েও বেশি করার সামর্থ্য রাখি।" তিনি বললেন, "তাহলে একদিন সাওম পালন করবে এবং একদিন ছেড়ে দেবে। আর এটিই হলো দাউদ আ.-এর সাওম। এটিই সর্বোত্তম সাওম।" আমি বললাম, "আমি তো এর চেয়েও বেশি করতে সামর্থ্য রাখি।" নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এর চেয়ে উত্তম সাওম আর নেই।"'[৭৩]

---

৭৩. সহিহুল বুখারি : ১৯৬৭

➢ কোনো বিষয়ে দোদুল্যমানতায় পড়ে গেলে ইসতিখারা (আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা) করা

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সকল ক্ষেত্রেই ইসতিখারার শিক্ষা দিতেন, যেমনিভাবে কুরআনের বিভিন্ন সুরা আমাদের শিক্ষা দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন তোমাদের কারও সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে, তখন সে যেন ফরজ সালাত ছাড়া অতিরিক্ত দুই রাকআত নফল সালাত আদায় করে, অতঃপর বলে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي

"হে আল্লাহ, আমি আপনার অবগতির মাধ্যমে আপনার কাছে ইসতিখারা (কল্যাণ প্রত্যাশা) করছি এবং আপনার কুদরতের মাধ্যমে শক্তি কামনা করছি। আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কারণ, আপনিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত আর আমি অজ্ঞ। আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ, আমার এ কাজটি (এ সময় নির্দিষ্ট কাজের কথা বলবে) আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দ্বীন, পার্থিব জীবন এবং আমার শেষ পরিণামে ভালো হয়, তবে আমাকে তা অর্জনের শক্তি দিন এবং আমার জন্য তা সহজ করে দিয়ে তাতে আমার জন্য বরকত দিন। আর এ কাজটি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দ্বীন, পার্থিব জীবন এবং শেষ পরিণামে আমার জন্য অকল্যাণকর হয়, তবে আমাকে তা থেকে দূরে রাখুন এবং সেটাও আমার কাছ থেকে দূরে রাখুন। আমার জন্য যা কল্যাণকর, তা-ই অর্জন করার শক্তি দিন। তা যেখানেই থাক না কেন। তারপর আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।"''[৭৪]

➢ মুয়াজ্জিনের সাথে আজানের উত্তর দেওয়া

- আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

---

৭৪. সহিহুল বুখারি : ২/৫৭

إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّن

'যখন তোমরা আজান শুনবে, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তার মতো তোমরাও বলবে।'[৭৫]

- আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাবে, তখন তার মতো বলবে। এরপর আমার ওপর দরুদ পড়বে। কারণ, যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করবেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে অসিলার প্রার্থনা করবে। কারণ, এটি জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান—যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোনো এক বান্দাকে দেওয়া হবে। আর আমি আশা

---

৭৫. সহিহুল বুখারি : ৬১১

রাখি, আমিই হবো সেই জন। সুতরাং যে আমার জন্য অসিলার দুআ করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।'''[৭৬]

- উমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যখন মুয়াজ্জিন "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" বলে, আর তোমাদের কেউ হৃদয় থেকে বলে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"; ইমাম যখন বলে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সেও বলে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"; অতঃপর ইমাম

---

৭৬. সহিহু মুসলিম : ৩৮৪

যখন বলে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ", সেও বলে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ"; ইমাম যখন বলে, "হাইয়া আলাস সালাহ", সে বলে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ", যখন বলে "হাইয়া আলাল ফালাহ", সে বলে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ", এরপর যখন বলে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার", সেও বলে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"; এবং যখন বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সেও বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"—তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৭৭]

➢ যানবাহনে আরোহণের সময় দুআ পড়া

- আলি বিন রবিআ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আলি রা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন আরোহণের জন্য তাঁর কাছে একটি বাহন আনা হলো। যখন তিনি বাহনের ওপর পা রাখলেন, তিনবার "বিসমিল্লাহ" পাঠ করলেন। তারপর যখন পিঠে সোজা হয়ে বসলেন, তখন "আলহামদুলিল্লাহ" বললেন। অতঃপর বললেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

"সেই মহান সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, যিনি এটাকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অথচ আমরা সমর্থ

---

৭৭. সহিহু মুসলিম : ৩৮৫

ছিলাম না এটাকে বশীভূত করতে। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।"

এরপর তিনি তিনবার "আলহামদুল্লিাহ" পাঠ করলেন এবং তিনবার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করলেন। তারপর বললেন :

سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"তোমারই পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি। নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি অবিচার করেছি। তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনিই গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন।"

এরপর তিনি হাসলেন। আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কী কারণে হাসলেন?" তিনি বললেন, "আমি যেমনটি করলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তেমনই করতে দেখেছি এবং পরে হাসতে দেখেছি।" তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কী কারণে হাসলেন?" তিনি বললেন, "তোমার রব সে বান্দার প্রতি অত্যন্ত খুশি হন, যে বলে :

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ

"হে আমার রব, আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।"[৭৮]

---

৭৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৪৬

➢ আল্লাহর জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করা

- ইদরিস আল-আবদি অথবা আল-খাওলানি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি একটি মজলিসে বসলাম, যেখানে ২০ জন সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন অল্পবয়সী সুদর্শন যুবক। তার চক্ষুদ্বয় ছিল কাজল-কালো আর দাঁত ছিল উজ্জ্বল সাদা। তাদের মাঝে কোনো এক বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। তখন তিনি (যুবক সাহাবি) এমন একটি কথা বললেন, যা সবাই মেনে নিলেন। ততক্ষণে জানতে পারলাম, তিনি হচ্ছেন মুআজ বিন জাবাল রা.। পরদিন আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি একটি খুঁটির পাশে নামাজ পড়ছিলেন। অতঃপর তিনি নামাজ শেষ করে কাপড় গুটিয়ে বসলেন এবং চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।" তিনি বললেন, "আল্লাহরই জন্য?" আমি বললাম, "জি, আল্লাহরই জন্য।"

আমার যতদূর প্রবলভাবে মনে আছে, আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসাকারীদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া পাবে, যেদিন সেই ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।" এর পরের অংশের ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। তা হলো, "তাদের জন্য নুরের চেয়ার বসানো হবে। আল্লাহর সাথে তাদের মজলিস দেখে নবিগণ, সিদ্দিকগণ ও শহিদগণ পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়বেন।"'

বর্ণনাকারী বলেন, 'উবাদা বিন সামিত রা.-কে এ ব্যাপারে বললে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে শোনা কথাই শোনাচ্ছি। তিনি বলেন, "আমার জন্য যারা পরস্পর ভালোবাসে, আমার জন্য যারা ব্যয় করে, বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আমার জন্য যারা পরস্পরের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করে, (অথবা বললেন) আমার জন্য যারা একে অপরকে দেখতে যায়, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।"'"[৭৯]

➢ **সফরের সময় সফরের দুআর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা**

• ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটের ওপর আরোহণ করতেন, তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অতঃপর বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي

---

৭৯. মুসনাদু আহমাদ : ২২০০২

أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

"সেই মহান সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, যিনি এটাকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অথচ আমরা সমর্থ ছিলাম না এটাকে বশীভূত করতে। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ, আমাদের এ সফরে আমরা আপনার নিকট কল্যাণ, তাকওয়া এবং আপনাকে সন্তুষ্টকারী কর্ম প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করুন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনিই আমাদের সফরসঙ্গী এবং আমাদের পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। হে আল্লাহ, আপনার কাছে সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এরপর সফর থেকে ফিরে এসেও এ দুআ পাঠ করতেন, তবে তার সাথে এতটুকু বাড়িয়ে বলতেন :

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস ইবাদতকারী।""[৮০]

---

৮০. সহিহ মুসলিম : ১৩৪২

➢ নিয়মিত মিসওয়াক করা

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

‘যদি আমার উম্মত বা মানুষের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।’[৮১]

- হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন মিসওয়াক দিয়ে নিজের মুখ পরিষ্কার করতেন।’[৮২]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন প্রথমে মিসওয়াক করতেন।’[৮৩]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

---

৮১. সহিহুল বুখারি : ৮৮৭
৮২. সহিহুল বুখারি : ১১৩৬
৮৩. সহিহু মুসলিম : ২৫৩

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

'দশটি কাজ ফিতরাত (মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব)-এর অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা ইসতিনজা করা।'

হাদিসের রাবি মুসআব বলেন, 'আমি দশম কাজটি ভুলে গেছি, তবে সেটি "কুলি করা" হতে পারে।'[৮৪]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

'মিসওয়াক মুখের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম।'[৮৫]

---

৮৪. সহিহু মুসলিম : ২৬১
৮৫. মুসনাদু আহমাদ : ২৪২০৩

➢ পানাহার এবং খরচের ব্যাপারে মিতব্যয়ী হওয়া

- মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বললেন :

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ

'বিলাসিতার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ, আল্লাহর বান্দাগণ বিলাসী হন না।'[৮৬]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার তাঁর মৃত্যু অবধি একাধারে তিন দিন আহার করে পরিতৃপ্ত হননি।'[৮৭]

- নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যে, তিনি কোনো দিন রুটি ও জাইতুন দ্বারা একদিনে দুবার পরিতৃপ্ত হননি।'[৮৮]

- জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন :

---

৮৬. মুসনাদু আহমাদ : ২২১০৫
৮৭. সহিহুল বুখারি : ৫৩৭৪
৮৮. সহিহু মুসলিম : ২৯৭৪

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

'একটি বিছানা পুরুষের, একটি বিছানা তার স্ত্রীর, তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য, আর (এগুলো ছাড়াও যদি অপ্রয়োজনীয় আরেকটি থাকে, তবে) চতুর্থটি শয়তানের জন্য।'[৮৯]

- আমর বিন শুআইব তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

'অপচয় ও অহংকার ব্যতীত খাও, পান করো, পরিধান করো এবং সদাকা করো।'[৯০]

- মিকদাদ বিন মাদিকারুবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ

---

৮৯. সহিহু মুসলিম : ২০৮৪
৯০. সহিহুল বুখারি, তালিক : ৭/১৪০

"পেটের চেয়ে মন্দ কোনো পাত্র মানুষ ভরাট করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য কয়েক লোকমা খাবারই আদম-সন্তানের জন্য যথেষ্ট। যদি কারও জন্য আরও বেশি ছাড়া সম্ভব না হয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় (তরল)-এর জন্য আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।'[৯১]

- আমর বিন আওফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা বিন জাররাহ রা.-কে বাহরাইনের জিজিয়া আদায় করতে পাঠালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইনবাসীর সাথে চুক্তি করে সেখানে আলা বিন হাজরামিকে আমির নিযুক্ত করেছিলেন।

অতঃপর আবু উবাইদা রা. বাহরাইন থেকে মাল (জিজিয়া) নিয়ে আসলেন। আনসারি সাহাবিগণ আবু উবাইদা রা.-এর আগমনের খবর জানতে পারলেন। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মিলিত হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। নামাজ শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের প্রতি ফিরে বসলেন। অতঃপর তাঁদের দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৯১. সুনানুত তিরমিজি, হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে (হাদিস : ২৩৮০) :
مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

"পেটের চেয়ে মন্দ কোনো পাত্র মানুষ ভরাট করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য কয়েক লোকমা খাবারই আদম-সন্তানের জন্য যথেষ্ট। যদি কারও জন্য আরও বেশি ছাড়া সম্ভব না হয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় (তরল)-এর জন্য আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।'[৯১]

● আমর বিন আওফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা বিন জাররাহ রা.-কে বাহরাইনের জিজিয়া আদায় করতে পাঠালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইনবাসীর সাথে চুক্তি করে সেখানে আলা বিন হাজরামিকে আমির নিযুক্ত করেছিলেন।

অতঃপর আবু উবাইদা রা. বাহরাইন থেকে মাল (জিজিয়া) নিয়ে আসলেন। আনসারি সাহাবিগণ আবু উবাইদা রা.-এর আগমনের খবর জানতে পারলেন। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মিলিত হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। নামাজ শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের প্রতি ফিরে বসলেন। অতঃপর তাঁদের দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৯১. সুনানুত তিরমিজি, হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে (হাদিস : ২৩৮০) :
مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে, তোমরা আবু উবাইদার আগমনের সংবাদ শুনতে পেয়েছ।"

তাঁরা বললেন, "জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ!"

তখন তিনি বললেন :

فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

"তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং আনন্দ দানকারী জিনিসের আশা রাখো। তবে আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করছি না; বরং আমি আশঙ্কা করছি, পূর্ববর্তীদের মতো তোমাদের জন্যও দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং তাদের মতো তোমরা তাকে নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে, ফলে দুনিয়া তাদের যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, তোমাদেরও সেভাবে ধ্বংস করে দেবে।""[৯২]

➢ সারাক্ষণ আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

---

৯২. সহিহুল বুখারি : ৪০১৫, সহিহু মুসলিম : ২৯৬১

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

'সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশা। (২) এমন যুবক, যে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মাঝে বেড়ে উঠেছে। (৩) এমন ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকে। (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করে; এ মহব্বতের ভিত্তিতেই তারা একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়। (৫) এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো বংশমর্যাদাসম্পন্ন রূপসী নারী মন্দ কাজের প্রতি আহ্বান করল—কিন্তু সে বলল, "আমি আল্লাহকে ভয় করি।" (৬) এমন ব্যক্তি, যে গোপনে দান করেছে—এমনকি তার বাম হাতও জানে না, তার ডান হাত কী দান করেছে। (৭) এমন ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করল, ফলে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো।'[৯৩]

---

৯৩. সহিহুল বুখারি : ৬৬০, সহিহু মুসলিম : ১০৩১

• আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ

'যে তার রবের জিকির করে এবং যে করে না, তারা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'[৯৪]

• আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

'আল্লাহ তাআলার একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহ তাআলার জিকিররত লোকদের খোঁজে পথে পথে ঘোরাফেরা করেন। তাঁরা যখন আল্লাহ তাআলার জিকিররত কোনো সম্প্রদায়কে দেখতে পান, তখন একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, "তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য পালনে এদিকে চলে এসো।" ফলে তাঁরা সবাই এসে নিজেদের ডানা দিয়ে সেই লোকদেরকে নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত ঢেকে ফেলেন। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞেস করেন—অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই বেশি অবগত—"আমার বান্দারা কী বলছে?" তাঁরা জবাব দেন, "তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে এবং আপনার গুণকীর্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে।" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তারা কি

৯৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৭

আমাকে দেখেছে?” ফেরেশতারা বলবেন, “হে আমাদের রব, আপনার শপথ, তারা আপনাকে দেখেনি।” তিনি বলেন, “আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত?” তাঁরা বলেন, “তারা যদি আপনাকে দেখত, তবে আরও বেশি আপনার ইবাদত করত এবং আপনার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বর্ণনা করত।”'

বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহ বলেন, “তারা আমার কাছে কী চায়?” ফেরেশতারা বলেন, “তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়।” তিনি জিজ্ঞেস করেন, “তারা কি জান্নাত দেখেছে?” ফেরেশতারা বলেন, “না। আপনার সত্তার শপথ, হে রব, তারা তা দেখেনি।” তিনি জিজ্ঞেস করেন, “যদি তারা তা দেখত, তবে কী করত?” তাঁরা বলেন, “যদি তারা তা দেখত, তবে জান্নাতের আরও বেশি লোভ করত এবং এর প্রতি আরও প্রত্যাশী ও উৎসাহী হয়ে উঠত।” আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, “তারা আল্লাহর কাছে কোন জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে?” ফেরেশতারা বলেন, “জাহান্নাম থেকে।” তিনি জিজ্ঞেস করেন, “তারা কি জাহান্নাম দেখেছে?” তাঁরা বলেন, “আল্লাহর কসম, হে রব, তারা জাহান্নাম দেখেনি।” তিনি জিজ্ঞেস করেন, “যদি তারা তা দেখত, তখন তাদের কী হতো?” তাঁরা বলেন, “যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে ভীষণ ভয় করত।” তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম।” তখন ফেরেশতাদের একজন

বলেন, "তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি রয়েছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে অন্য কোনো প্রয়োজনে এসেছে।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা এমন উপবিষ্টকারী যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ব্যর্থ হয় না।"'[৯৫]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী থাকি। যখন সে আমার জিকির করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই। যদি সে আমার দিকে এক

---

৯৫. সহিহুল বুখারি : ৪৬০৮, সহিহু মুসলিম : ২৬৮৯

হাত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে দুহাত নিকটবর্তী হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাই।"'[৯৬]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। তিনি "জুমদান" নামক একটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন "তোমরা এই জুমদান পর্বতে পরিভ্রমণ করো, যা মুফাররিদরা অতিক্রম করে গেছেন।" উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, "মুফাররিদগণ বলতে কাদের বুঝিয়েছেন, হে আল্লাহর রাসুল?" তিনি বললেন, "অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী।"'[৯৭]

- আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'জনৈক লোক বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, ইসলামের বিধানগুলো আমার কাছে অধিক মনে হয়। আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় জানিয়ে দিন, যা আমি মজবুতভাবে ধরে রাখব।" তিনি বললেন, "তুমি সর্বদা জিকিরের মাধ্যমে তোমার জিহ্বাকে তরুতাজা রাখো।"'[৯৮]

- আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি কি তোমাদের

---

৯৬. সহিহুল বুখারি : ৭৪০৫, সহিহু মুসলিম : ২৬৭৫
৯৭. সহিহু মুসলিম : ২৬৭৬
৯৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৭৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৭৯৩

সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করব না, যা তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, তোমাদের মর্যাদা সমুন্নতকারী, সোনা-রুপা দান করার চেয়েও তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর এবং এর চেয়েও বেশি কল্যাণকর যে, তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাদের ঘাড়ে আঘাত হানবে এবং তারাও তোমাদের ঘাড়ে আঘাত হানবে?' সাহাবিগণ বললেন, 'অবশ্যই বলুন।' তিনি বললেন, 'তা হলো আল্লাহর জিকির।'[৯৯]

➢ আত্মপর্যালোচনা করা

- উমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমাদের হিসাব গ্রহণ করার পূর্বেই নিজেদের হিসাব নিজেরা নিয়ে নাও এবং তোমাদের কর্মগুলো ওজন দেওয়ার আগেই নিজেরা তা ওজন দিয়ে নাও। কারণ, আগামীকাল তোমাদের থেকে গৃহীত হিসাবের তুলনায় আজ তোমাদের হিসাব নিজেরা করে নেওয়া অধিক সহজ। আর সবচেয়ে বড় উপস্থাপনের জন্য নিজেদের তৈরি করো—যেদিন তোমাদের উপস্থাপন করা হবে, তোমাদের কোনো গোপন বিষয় লুকায়িত থাকবে না।'[১০০]

- মাইমুন বিন মিহরান রহ. বলেন, 'কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার অংশীদারের থেকে হিসাব নেওয়ার মতো করে নিজের

---

৯৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৭৭, মুসনাদু আহমাদ : ২৭৫২৫
১০০. ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ. রচিত মুহাসাবাতুন নাফস, পৃষ্ঠা নং ২২

হিসাব গ্রহণ করে এবং যতক্ষণ না সে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য-পানীয়ের উৎস সম্পর্কে অবগতি অর্জন করে নেয়।’[১০১]

➢ **ফরজ সালাতের পরে মাসনুন আজকার পাঠ করা**

- সাওবান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শেষ করতেন, তখন তিনবার ইসতিগফার করতেন এবং বলতেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“হে আল্লাহ, আপনি শান্তিময় এবং আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময়, হে মহামান্বিত ও সম্মানিত!’

ওয়ালিদ রহ. বলেন, ‘আমি আওজায়ি রহ.-কে বললাম, “(তিনি) ইসতিগফার করতেন কীভাবে?” তিনি বললেন, “তুমি বলবে, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ।”’[১০২]

- মুগিরা বিন শুবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর এই দুআ পাঠ করতেন—

---

১০১. কিতাবুজ জুহদ (ওয়াকি রহ. রচিত) : ২/৫০১
১০২. সহিহু মুসলিম : ৫৯১

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁর এবং সকল প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করতে চান, তা রোধকারী কেউ নেই এবং যা রোধ করতে চান, তা প্রদানকারী কেউ নেই এবং আপনার কাছে কোনো সম্পদশালীর সম্পদ কাজে আসে না।"'[১০৩]

- আবু জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবনে জুবাইর প্রত্যেক সালাতের সালাম ফিরিয়ে বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁর এবং সকল

---

১০৩. সহিহুল বুখারি : ৮৪৪, সহিহ মুসলিম : ৫৯৩

প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি। সকল নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশে। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"

তিনি বলতেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর এগুলোর মাধ্যমে তাহলিল পাঠ করতেন।"'[১০৪]

- আবু হুরাইরা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ", ৩৩ বার "আল-হামদুলিল্লাহ" এবং ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার"—এই মোট ৯৯ বার এবং ১০০ পূর্ণ করার জন্য একবার বলে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁর এবং সকল প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

---

১০৪. সহিহু মুসলিম : ৫৯৪

তখন তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।'[১০৫]

- আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

'যে প্রত্যেক সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করে, মৃত্যুই শুধু তার জান্নাতে প্রবেশে বাধা।'[১০৬]

- মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত ধরে বললেন, 'হে মুআজ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' অতঃপর বললেন, 'হে মুআজ, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআ পাঠ করা ছাড়বে না :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ, আমাকে আপনার জিকির, শোকর এবং আপনার উত্তম ইবাদত করতে সাহায্য করুন।"'[১০৭]

---

১০৫. সহিহু মুসলিম : ৫৯৭
১০৬. আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৯৮৪৮
১০৭. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২, সুনানুন নাসায়ি : ১৩০৩

> সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাতের স্থানে বসে থাকা

জাবির বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন, সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতেন। সূর্য উদিত হলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। আর লোকেরা সেখানে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহিলি যুগের ব্যাপারে আলোচনা করে হাসাহাসি করতেন। আর তা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতেন।'[১০৮]

> সকাল-সন্ধ্যার আজকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া

- শাদ্দাদ বিন আওস রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সাইয়িদুল ইসতিগফার হলো :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ, আপনিই আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার গোলাম। আমি যথাসাধ্য

---

১০৮. সহিহ মুসলিম : ৬৭০

আপনার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর রয়েছি। আমি নিজের সকল কৃতকর্মের কুফল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমাকে দেওয়া আপনার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী কেউ নেই।”

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে দিনের বেলায় ইয়াকিনের সাথে এটা পাঠ করে এবং সেদিন সন্ধ্যার আগেই সে মারা যায়, তবে সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে রাতের বেলায় ইয়াকিনের সাথে এটা পাঠ করে এবং প্রভাতে উপনীত হওয়ার আগেই মারা যায়, সেও জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”’[১০৯]

- উসমান বিন আফফান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে বান্দা প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআ তিনবার পাঠ করবে, কোনো বস্তুই তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না :

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“আল্লাহর নাম নিচ্ছি, আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই যাঁর নামের বরকতে ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।”’[১১০]

---

১০৯. সহিহুল বুখারি : ৬৩০৬

১১০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৮৮

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ

'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ১০০ বার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার মতো পাঠকারী বা তার চেয়ে কিছুটা বেশি পাঠকারী ব্যতীত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না।'[১১১]

- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, তখন বলতেন :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما في هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رب أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رب أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

১১১. সহিহু মুসলিম : ২৬৯২, সহিহুল বুখারি : ৬৪০৫

"আমরা এবং পুরো জগৎ আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা শুধু তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এ রাতে থাকা কল্যাণ কামনা করছি এবং এ রাত ও তার পরের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব, আপনার কাছে অলসতা এবং অহংকারের মন্দত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবর ও জাহান্নামের আজাব থেকে।"[১১২]

যখন প্রভাতে উপনীত হতেন, তখনও এই দুআ পাঠ করতেন এভাবে—

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ...

পুরো দুআটি নিম্নরূপ :

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هَذا اليَوْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما في هَذا اليَوْمِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رب أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رب أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

১১২. সহিহু মুসলিম : ২৭২৩

"আমরা এবং পুরো জগৎ আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা শুধু তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এ দিনে থাকা কল্যাণ কামনা করছি এবং এ দিন ও তার পরের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব, আপনার কাছে অলসতা এবং অহংকারের মন্দত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবর ও জাহান্নামের আজাব থেকে।'

- আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা একদা গভীর অন্ধকার ও প্রচুর বৃষ্টিবর্ষিত রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খোঁজে বের হলাম; যাতে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "বলো।" কিন্তু আমি কিছু বললাম না। তিনি আবার বললেন, "বলো।" আমি কিছু বললাম না। তিনি পুনরায় বললেন, "বলো।" আমি বললাম, "আমি কী বলব?" তিনি বললেন, "তুমি "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" ও "মুআওয়াজাতাইন" (সুরা ফালাক ও নাস) সকালে তিনবার পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে, সকল বিষয়ে এগুলো তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"''[১১৩]

---

১১৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৭৫, সুনানুন নাসায়ি : ৫৪২৮

• আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কিছুর আদেশ করুন, যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় পাঠ করব।" তিনি বললেন, "তুমি যখন সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন বলবে :

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

"হে আল্লাহ, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক এবং মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর আমি নিজের নফসের অনিষ্টতা এবং শয়তানের অনিষ্টতা ও শিরক থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"'[১১৪]

• আবু সাল্লাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি হিমসের মসজিদে ছিলেন। তখন তাঁর পাশ দিয়ে এক লোক হেঁটে গেলেন। লোকজন তার সম্পর্কে বলল, 'এই লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমত করেছেন।' তখন তিনি তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে কোনো মধ্যস্থতা ব্যতীত সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে শোনা একটি হাদিস

---

১১৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৯২

বর্ণনা করুন।' তিনি বললেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআ পাঠ করবে—

رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

"আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।"

তখন আল্লাহ তাআলার হক হলো, তিনি তাকে সন্তুষ্ট করবেন।"'[১১৫]

- ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হলে এই দুআ পাঠ করা ছাড়তেন না :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

"হে আল্লাহ, আপনার কাছে পার্থিব ও পরকালীন সুস্থতা কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমার দ্বীন ও

---

১১৫. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৭২, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৭০

দুনিয়া, সম্পদ ও পরিবারের ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমার গোপন বিষয়গুলো গোপন রাখুন এবং ভীতি-শঙ্কা থেকে হিফাজত রাখুন। হে আল্লাহ, আমাকে আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম এবং ওপর থেকে হিফাজত করুন। আর আমি আপনার মহত্ত্বের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিচ থেকে আসা গোপন আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে।'"[১১৬]

➢ নিদ্রাকালীন আজকার পাঠ করা

- হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন :

بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

"(হে আল্লাহ,) তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই।"

আর যখন জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন :

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করলেন এবং তাঁর কাছেই পুনরুত্থান করতে হবে।'"[১১৭]

---

১১৬. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৭৪, মুসনাদু আহমাদ : ৪৭৮৫
১১৭. সহিহুল বুখারি : ৬৩১৪

• আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাজানে জাকাতের মাল পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তখন জনৈক লোক এসে খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে নিতে উদ্যত হলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, "আমি তোমাকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাব।"...—এভাবে পুরো হাদিস বর্ণনা করলেন। তাতে রয়েছে—তখন লোকটি বলল, "যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসি পাঠ করবেন। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এ ঘটনা শুনে) বললেন, "সে সত্য বলেছে; যদিও সে মিথ্যাবাদী। সে ছিল শয়তান।"'[১১৮]

• আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিরাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন উভয় হাতের তালু একত্র করে তাতে ফুঁক দিয়ে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউজু বিরব্বিল ফালাক" এবং "কুল আউজু বিরব্বিন নাস" পাঠ করতেন। অতঃপর হাতের তালু দিয়ে সারা শরীর যতটুকু সম্ভব মাসেহ করতেন। প্রথমে মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে দেহের সম্মুখ ভাগের ওপর হাত বোলাতেন। এভাবে তিনবার করতেন।'[১১৯]

---

১১৮. সহিহুল বুখারি : ৩২৭৫
১১৯. সহিহুল বুখারি : ৫০১৮, সহিহু মুসলিম : ২১১৯

- আবু মাসউদ বদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

'যে ব্যক্তি রাতে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, সেগুলো তার (নিরাপত্তা ইত্যাদির) জন্য যথেষ্ট হবে।'[১২০]

- আলি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ফাতিমা রা. (হাতে) জাঁতা চালানোর দাগ পড়ে যাওয়ার অভিযোগ প্রকাশ করলেন। সে সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দী আনা হলো। তখন ফাতিমা রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে আয়িশা রা.-এর নিকট নিজের কথা বলে আসলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘরে আসলেন, আয়িশা রা. তাঁকে ফাতিমা রা.-এর আগমনের সংবাদ দিলেন। তা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমরা মাত্র শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি উঠে বসতে চাইলে তিনি বললেন, "তোমরা নিজ অবস্থায় থাকো।" তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি তাঁর দুই পায়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন,

---

১২০. সহিহুল বুখারি : ৫০০৯

"তোমরা যা চেয়েছিলে আমি কি তোমাদের তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দেবো না? তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার", ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ" এবং ৩৩ বার "আল-হামদুলিল্লাহ" বলবে। তা খাদিম অপেক্ষা অনেক উত্তম।"'[১২১]

- হাফসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন ডান হাত গালের নিচে রাখতেন, অতঃপর তিনবার বলতেন :

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

'হে আল্লাহ, যেদিন আপনার বান্দাদের পুনরুত্থান করবেন, সেদিন আপনার আজাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'[১২২]

- আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি

---

১২১. সহিহুল বুখারি : ৭৩০৫, সহিহু মুসলিম : ২৭২৭
১২২. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৪৫

আমাদের খাওয়ালেন এবং পান করালেন। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। না হলে তো এমন অনেক লোক আছে, যাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দাতা নেই।'[১২৩]

- আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক শয্যা গ্রহণ করতে গেলে তিনি তাকে এই বলতে আদেশ করলেন :

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

'হে আল্লাহ, আপনিই আমার সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই তার মৃত্যু দেবেন। আপনার জন্যই জীবন ও মরণ। যদি আপনি তা জীবিত রাখেন, তবে হিফাজত করুন; আর যদি মৃত্যু দেন, তবে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুস্থতা কামনা করছি।'

লোকটি বলল, 'আপনি কি এটা উমর থেকে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'উমর থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।'[১২৪]

---

১২৩. সহিহু মুসলিম : ২৭১৫
১২৪. সহিহু মুসলিম : ২৭১২

• আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শয্যা গ্রহণ করার সময় এই দুআ পাঠ করতে আদেশ করতেন—

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى،
وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ
قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ
الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ
دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

“হে আল্লাহ, হে আসমান ও জমিনের প্রতিপালক, মহান আরশের অধিপতি, আমাদের ও প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক, বীজ ও উদ্ভিদের সৃষ্টিকারী, হে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, আমি এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ, আপনিই আদি, আপনার আগে কোনো কিছুই ছিল না। আপনিই অন্ত, আপনার পরে কোনো জিনিস থাকবে না। আপনিই সবকিছুর ওপরে, আপনার ওপরে কিছু নেই। আপনিই সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী

কিছু নেই। আপনি আমাদের ঋণ আদায়ের তাওফিক দিন এবং দারিদ্র্য থেকে আমাদের মুক্তি দান করুন।'''[১২৫]

• বারা বিন আজিব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন সালাতের অজুর ন্যায় অজু করবে। অতঃপর ডান পার্শ্বে শুয়ে বলবে :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"হে আল্লাহ, আমি আমার চেহারা (জীবন)-কে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আমার পৃষ্ঠদেশকে আপনার দিকেই ন্যস্ত করলাম, আপনার প্রতি ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে। আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল বা মুক্তির উপায় নেই। হে আল্লাহ, আমি ইমান আনলাম আপনার নাজিলকৃত কিতাবের ওপর এবং আপনার প্রেরিত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।"

১২৫. সহিহু মুসলিম : ২৭১৩

যদি তুমি সেই রাতে মৃত্যুবরণ করো, তবে তুমি ফিতরাতের ওপর মৃত্যুবরণ করবে। তাই এই দুআকে তোমার বলা শেষ কথা বানাও।'[১২৬]

➢ সুগন্ধি ব্যবহার করা

● আমর বিন সুলাইম আল-আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, 'আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ

"জুমআর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা আবশ্যক। আর মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে।"'

আমর (বিন সুলাইম) বলেন, 'গোসলের ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তা ওয়াজিব বা আবশ্যক। কিন্তু মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো ওয়াজিব কি না, তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে হাদিসে এরূপই আছে।'[১২৭]

● আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর (দৈহিক গঠনের) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১২৬. সহিহুল বুখারি : ২৪৭, সহিহু মুসলিম : ২৭১০
১২৭. সহিহুল বুখারি : ৮৮০

সাল্লাম মাঝারি গঠনের ছিলেন; বেমানান লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। (তাঁর) শরীরের রং ছিল গোলাপি বর্ণের; ধবধবে সাদা কিংবা তামাটে বর্ণের নয়। মাথার চুল কুঁকড়ানোও ছিল না, আবার সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। প্রথম দশ বছর মক্কায় অবস্থানকালে যথারীতি ওহি অবতীর্ণ হতে থাকে। এরপর মদিনায় অতিবাহিত করেন দশ বছর। অতঃপর তাঁর অফাত হয়; অথচ তাঁর মাথা ও দাড়িতে বিশটি সাদা চুলও ছিল না।'

রবিআ বলেন, 'আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি চুল দেখলাম, যা ছিল লাল বর্ণের। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, "সুগন্ধি লাগানোর ফলে তা লাল হয়ে গেছে।"'[১২৮]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সর্বোত্তম সুগন্ধি যা আমি পেতাম, তা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়ে লাগাতাম। ফলে তাঁর দাড়ি ও চুলে সুগন্ধির চমক দেখতে পেতাম।'[১২৯]

- আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

১২৮. সহিহুল বুখারি : ৩৫৪৭
১২৯. সহিহুল বুখারি : ৫৯২৩

'দুনিয়ার বস্তুসমূহের মধ্যে নারী ও সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আর সালাতে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।'[১৩০]

- নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়ে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার পূর্বে হালাল হওয়ার জন্য সুগন্ধি লাগাতাম।'[১৩১]

➢ নতুন কাপড় পরিধানের সময় দুআ পড়া

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন কোনো কাপড় পরিধান করতেন, তখন জামা, পাগড়ি, চাদর ইত্যাদি হলে সেটির নামকরণ করতেন। অতঃপর বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

"হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনিই এটি আমাকে পরিধান করালেন। আমি এটির কল্যাণ এবং যার জন্য এটিকে বানানো হয়েছে, তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এটির অনিষ্টতা এবং যার জন্য

---

১৩০. সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৩৯
১৩১. সহিহুল বুখারি : ১৫৩৯

এটি বানানো হয়েছে, তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'"[১৩২]

➢ নতুন চাঁদ দেখার পর দুআ পাঠ করা

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ

'হে আল্লাহ, আমাদের ওপর এ চাঁদ উদিত করো বরকত ও ইমানের সাথে এবং শান্তি ও ইসলামের সাথে।'[১৩৩]

➢ রান্নাবান্নাসহ ঘরের অন্যান্য কাজে পরিবার ও স্ত্রীকে সহযোগিতা করা

আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে কী কাজ করতেন?" তিনি বললেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের খিদমত করতেন। তারপর যখন সালাতের সময় হতো, তখন বের হয়ে যেতেন।"'[১৩৪]

---

১৩২. সুনানু আবি দাউদ : ৪০২০, সুনানুত তিরমিজি : ১৭৬৭

১৩৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৫১, সুনানুদ দারিমি : ১৬৮৮

১৩৪. সহিহুল বুখারি : ৬৭৬

➢ কখনো কখনো খালি পায়ে হাঁটা

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবি মিসরে অবস্থানরত ফাদালাহ বিন উবাইদ রা.-এর নিকট গেলেন। অতঃপর বললেন, 'আমি কেবল আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসিনি; বরং আমি ও আপনি যে হাদিসটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে শুনেছিলাম, আমি মনে করি, সেটির ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন।' তিনি (ফাদালাহ রা.) বললেন, 'সেটি কোন হাদিস?' তিনি বললেন, 'এরূপ এরূপ হাদিসটি।' আগন্তুক সাহাবি ফাদালাহ বিন উবাইদ রা.-কে বললেন, 'আপনি একটি ভূখণ্ডের আমির, অথচ আপনার মাথার চুল উসকোখুসকো দেখছি কেন?' তিনি বললেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সীমাতিরিক্ত জাঁকজমক দেখাতে নিষেধ করেছেন।' তিনি (আগন্তুক সাহাবি) বললেন, 'আমার কী হলো যে, আমি আপনার পায়ে জুতা দেখছি না?' তিনি বললেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কখনো কখনো খালি পায়ে চলার আদেশ করতেন।'[১৩৫]

---

১৩৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪১৬০

➢ গোরস্থানে চলার সময় জুতা খুলে ফেলা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আজাদকৃত গোলাম বাশির রা. থেকে বর্ণিত। জাহিলি যুগে তার নাম ছিল জাহম বিন মাবাদ। তিনি হিজরত করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট চলে আসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?' তিনি বললেন, 'জাহম।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, বরং তোমার নাম বাশির।'

তিনি বলেন, 'একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হাঁটছিলাম। তিনি মুশরিকদের কতিপয় কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তিনবার এ কথা বললেন, "এরা বিরাট কল্যাণ অর্জনের পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেছে।" তারপর তিনি মুসলিমদের কতিপয় কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, "এরা প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছে।" এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে জুতা পরিহিত অবস্থায় কবরস্থানের ওপর দিয়ে চলতে দেখে বললেন, "আফসোস, হে জুতা পরিহিত ব্যক্তি, জুতা খুলে ফেলো।" লোকটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে তাঁকে চিনতে পারল। আর তৎক্ষণাৎ জুতা খুলে দূরে নিক্ষেপ করল।'[১৩৬]

---

১৩৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩২৩০, সুনানুন নাসায়ি : ২০৪৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৫৬৬

➢ মেঘ-বৃষ্টি ও ঝড়-তুফানের সময় ভীত হওয়া এবং দুআ করা

• নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমনভাবে কখনো হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর কণ্ঠনালীর আলজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ বা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন, তাঁর চেহারায় ভীতির ছাপ ফুটে উঠত।' আয়িশা রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, মানুষ মেঘ দেখলে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়ে ওঠে, কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, আপনার চেহারায় ভীতির ছাপ দেখা যায়।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابَ، فَقَالُوا: هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا

'হে আয়িশা, এতে যে আজাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। বাতাসের দ্বারাই তো এক সম্প্রদায়কে আজাব দেওয়া হয়েছিল, যারা মেঘ দেখে বলেছিল, "এ এক ঘন কালো মেঘ, যা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে।" (সুরা আল-আহকাফ : ২৪)'[১৩৭]

১৩৭. সহিহুল বুখারি : ৪৮২৯

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা রা. বলেন, 'যখন ঝঞ্ঝা বায়ু দেখা যেত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

"হে আল্লাহ, আমি এর কল্যাণ, এর মাঝে নিহিত কল্যাণ এবং যার সাথে এটিকে পাঠিয়েছেন, তার কল্যাণ কামনা করছি। আর এর অকল্যাণ, এর মাঝে নিহিত অকল্যাণ এবং যার সাথে এটিকে প্রেরণ করেছেন, তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আয়িশা রা. বলেন, 'যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যেত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তিনি একবার ঘরে ঢুকতেন, আবার বের হতেন এবং সামনে বাড়তেন, আবার পেছনে সরতেন। কিন্তু যখন বৃষ্টি হতো, তাঁর এ অবস্থা কেটে যেত। আমি তাঁর চেহারা দেখে তা বুঝতে পারতাম।

আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "হে আয়িশা, হতে পারে এটি সেই মেঘের মতো, যার ব্যাপারে আদ জাতি বলেছিল :

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

"তারপর যখন তারা তা দেখতে পেল যে, এক ঘন মেঘ তাদের উপত্যকাগুলোর নিকটবর্তী হচ্ছে, তারা বলল, এ এক ঘন কালো মেঘ, যা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে।"(সুরা আল-আহকাফ : ২৪)'[১৩৮]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের প্রান্তে মেঘ উঠতে দেখলে যাবতীয় (নফল) ইবাদত ছেড়ে দিতেন, এমনকি সালাতে থাকলেও। তারপর তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে বলতেন :

اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا

"হে আল্লাহ, বরকতপূর্ণ ও সুমিষ্ট পানি দান করুন।"''[১৩৯]

---

১৩৮. সহিহু মুসলিম : ৮৯৯
১৩৯. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৯৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৮৯

➢ ফজরের সুন্নাত আদায়ের পর ডান কাত হয়ে শোয়া

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন মুয়াজ্জিন ফজরের সালাতের প্রথম আজান দিয়ে চুপ করত, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পর ফরজ সালাতের পূর্বে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। তারপর মুয়াজ্জিন ইকামত দিতে আসার আগ পর্যন্ত ডান কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন।'[১৪০]

➢ একই দিনে সাওম পালন করা, জানাজার অনুসরণ করা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং দান করা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আজ তোমাদের মাঝে কে রোজা রেখেছে?" আবু বকর রা. বললেন, "আমি।" তিনি বললেন, "আজ তোমাদের মাঝে কে জানাজার অনুসরণ করেছে?" আবু বকর রা. বললেন, "আমি।" তিনি বললেন, "আজ তোমাদের মাঝে কে কোনো মিসকিনকে আহার করিয়েছে?" আবু বকর রা. বললেন, "আমি।" তিনি বললেন, "আজ তোমাদের মাঝে কে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছে?" আবু বকর রা. বললেন, "আমি।" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তির মাঝে এ বিষয়গুলো একত্রিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"'[১৪১]

---

১৪০. সহিহুল বুখারি : ৬২৬, সহিহু মুসলিম : ৭২৪
১৪১. সহিহু মুসলিম : ১০২৮

➢ হাজিগণ ব্যতীত অন্যরা আরাফার দিনে রোজা রাখা

আবু কাতাদা আল-আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর (বিশেষ) সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি রেগে গেলেন। তখন উমর রা. বললেন, 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবি হিসেবে পেয়ে এবং তাঁর হাতে বাইআত হতে পেরে সন্তুষ্ট।' অতঃপর তাঁকে আজীবন সাওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'সে রোজাও রাখেনি এবং রোজা ছাড়াও থাকেনি।' এরপর দুদিন সাওম পালন করা এবং একদিন ভঙ্গ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'এভাবে সাওম পালনের সক্ষমতা কে রাখে?' তারপর একদিন রোজা রেখে দুদিন রোজা না রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ যেন আমাদের এরূপ সাওম পালনের তাওফিক দান করেন।' অতঃপর একদিন সাওম পালন করে একদিন ভঙ্গ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'এটি আমার ভাই দাউদ আ.-এর সাওম।' তারপর সোমবারের সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'এদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এদিনই আমি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি বা (বললেন, এই দিনেই) আমার ওপর (কুরআন) নাজিল করা হয়েছে।' তিনি আরও বললেন, 'প্রতিমাসে তিন দিন সাওম পালন

করা এবং রমাজান মাসের সাওম পালন করাই হলো, সারা বছর সাওম পালনের সমতুল্য।'

এরপর আরাফার দিনে সাওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'এর দ্বারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।' এরপর আশুরার সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'এর দ্বারা বিগত বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'[১৪২]

➤ আশুরার দিন এবং তার আগের বা পরের দিন রোজা রাখা

- ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন সেখানকার লোকদের (আশুরার দিন) রোজা রাখতে দেখলেন। এ ব্যাপারে তারা জানাল, "এটি একটি মহান দিন, যেদিন মুসা আ.-কে আল্লাহ তাআলা মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরআওনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছেন। তখন মুসা আ. আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ার্থে রোজা রেখেছিলেন।" তা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তাদের তুলনায় মুসার বেশি আপন।" ফলে তিনি (আশুরার দিন) রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও সেদিন রোজা রাখতে আদেশ করলেন।'[১৪৩]

---

১৪২. সহিহু মুসলিম : ১১৬২
১৪৩. সহিহুল বুখারি : ৩৩৯৭

- আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

'আশুরার দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি, এর বিনিময়ে তিনি আগের এক বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেবেন।'[১৪৪]

- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

'যদি আমি আগামী বছর জীবিত থাকি, তবে (আশুরার রোজার সাথে) নয় তারিখেও রোজা রাখব।'[১৪৫]

➢ জিলহজের প্রথম দশ দিন বেশি বেশি নেক আমল করা

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এই দিনগুলোর (জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের) আমলের চেয়ে অন্য কোনো দিনের আমল উত্তম নয়।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন,

---

১৪৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৭৩৮, সুনানু আবি দাউদ : ২৪২৫, সুনানুত তিরমিজি : ৭৫২

১৪৫. সহিহু মুসলিম : ১১৩৪

'জিহাদও কি নয়?' তিনি বললেন, 'জিহাদও নয়। তবে সে ভিন্ন যে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে গেছে এবং কোনো কিছু না নিয়ে ফিরে এসেছে।'[১৪৬]

➢ রমাজানে ইতিকাফে বসা, বিশেষ করে শেষ দশকে

- আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।'[১৪৭]

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত রমাজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন।"[১৪৮]

➢ **যেকোনো পবিত্র স্থান বা ভূখণ্ডে সালাত আদায় করা; জায়নামাজ বিছিয়ে পড়া শর্ত নয়**

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

---

১৪৬. সহিহুল বুখারি : ৯৬৯
১৪৭. সহিহুল বুখারি : ২০২৫
১৪৮. সহিহুল বুখারি : ২০২৬

مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে, যা আমার আগের কাউকে দান করা হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, যা একমাস দূরত্বে প্রতিফলিত হয়। (২) জমিনকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কারও সালাতের সময় হয়, সে যেন সালাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গনিমত হালাল করা হয়েছে; যা আমার আগের কারও জন্য হালাল ছিল না। (৪) আমাকে সুপারিশের অধিকার দান করা হয়েছে। (৫) নবিগণ প্রেরিত হতেন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে, আর আমাকে ব্যাপকভাবে সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।'[১৪৯]

১৪৯. সহিহুল বুখারি : ৩৩৫, সহিহ মুসলিম : ৫২১

➢ দুধ পান করার পর দুআ করা এবং কুলি করা

- ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করার পর কুলি করলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় দুধে রয়েছে তৈলাক্ত পদার্থ।'[১৫০]

- ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যাকে কোনো খাবার আহার করান, সে বলবে :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ

"হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম রিজিক দান করুন।"

আর আল্লাহ তাআলা যাকে দুধ পান করার তাওফিক দেন, সে বলবে :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ

"হে আল্লাহ, এতে বরকত দিন এবং তা বাড়িয়ে দিন।"

কারণ, দুধ ব্যতীত অন্য কোনো খাবার খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট হয় কি না আমার জানা নেই।'[১৫১]

---

১৫০. সহিহুল বুখারি : ২৯৯৩, সহিহ মুসলিম : ৩৫৮
১৫১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৩২২, সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৫৫

➢ সফরকালীন উঁচু ভূমিতে উঠতে 'আল্লাহু আকবার' বলা এবং নিম্ন ভূমিতে অবতরণের সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা

• জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা যখন ওপরে উঠতাম, তখন বলতাম, "আল্লাহু আকবার" এবং যখন নিচে নামতাম, তখন বলতাম, "সুবহানাল্লাহ"।'[১৫২]

• ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটের ওপর আরোহণ করতেন, তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অতঃপর বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

"সেই মহান সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, যিনি এটাকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অথচ আমরা সমর্থ ছিলাম না এটাকে বশীভূত করতে। আর

১৫২. সহিহুল বুখারি : ২৯৯৩

আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ, আমাদের এ সফরে আমরা আপনার নিকট কল্যাণ, তাকওয়া এবং আপনাকে সন্তুষ্টকারী কর্ম প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করুন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনিই আমাদের সফরসঙ্গী এবং আমাদের পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। হে আল্লাহ, আপনার কাছে সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১৫৩]

এরপর সফর থেকে ফিরে এসেও এ দুআ পাঠ করতেন, তবে তার সাথে এতটুকু বাড়িয়ে বলতেন :

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস ইবাদতকারী।"

আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনী যখন ওপরে উঠতেন, তখন "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং যখন নিচে নামতেন, তখন "সুবহানাল্লাহ" বলতেন। অতঃপর নামাজে এভাবেই নির্ধারণ করা হয়।'[১৫৪]

---

১৫৩. সহিহু মুসলিম : ১৩৪২
১৫৪. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৯৯

➢ ইদুল ফিতরের রাত থেকে ইমাম আসার আগ পর্যন্ত তাকবির বলতে থাকা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'আর তোমরা যেন এই সংখ্যা সম্পূর্ণ করো এবং যাতে আল্লাহর মহিমা-কীর্তন করো, তোমাদের যে পথনির্দেশ দিয়েছেন সে মতে। এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।'[১৫৫]

এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবিয়িন ও অন্যদের থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে, তাঁরা ইদের দিন ইদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির বলতে থাকতেন, যতক্ষণ না ইমাম বের হয়ে আসতেন।[১৫৬]

➢ ইদুল আজহার রাত ও দিনে এবং আইয়ামে তাশরিকে তাকবির বলা

পূর্বসূত্র তথা ইমাম ফারইয়াবি রহ. রচিত 'আহকামুল ইদাইনে' এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

---

১৫৫. সুরা আল-বাকারা : ১৮৫
১৫৬. দেখুন, ফারইয়াবি রহ. রচিত আহকামুল ইদাইন

➢ উমরার ইহরামের নিয়ত করা থেকে হারামে প্রবেশের আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা

• ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি দেখেছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলহুলাইফাতে তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন, অতঃপর তালবিয়া পাঠ করতে শুরু করলেন, যতক্ষণ না তাঁর বাহন (হারামে প্রবেশ করে) সোজা হয়ে দাঁড়াল।'[১৫৭]

• নাফি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইবনে উমর রা. যখন হারামের নিকটবর্তী হতেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন। এরপর জি-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। তিনি সেখানে ফজরের সালাত আদায় করতেন এবং গোসল করতেন। এ ব্যাপারে তিনি বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন।'[১৫৮]

➢ হজ ও উমরার সময় সাফা-মারওয়ায় অবস্থান করা এবং দুআ করা

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, '...তারপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন। যখন সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন,

---

১৫৭. সহিহুল বুখারি : ১৫১৪
১৫৮. সহিহুল বুখারি : ১৫৭৩

এই আয়াত পাঠ করলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"নিশ্চয় সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির অন্যতম।"'

তিনি আরও বললেন, 'আল্লাহ তাআলা যে পাহাড়ের কথা শুরুতে উল্লেখ করেছেন, আমি সে পাহাড় দিয়ে আরম্ভ করব।' এ বলে তিনি সাফা পাহাড় দিয়ে শুরু করলেন। এরপর এতটা ওপরে আরোহণ করলেন যে, সেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখতে পেলেন। তারপর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তাআলার একত্ব এবং বড়ত্বের ঘোষণা দিয়ে বললেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক; তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই বাহিনীকে পরাভূত করেছেন।"

অতঃপর তিনি দুআ করলেন। এভাবে তিনবার করলেন। এরপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি উপত্যকার সমতল ভূমিতে (বাতনে ওয়াদিতে) পৌঁছলেন, তখন তিনি উপত্যকা অতিক্রম করা পর্যন্ত দ্রুত চললেন। অতঃপর তিনি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন। তারপর মারওয়া পাহাড়েও তা-ই করলেন, যা করেছেন সাফা পাহাড়ে।'[১৫৯]

➢ সালাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বাম দিকে থুথু ফেলা

উসমান বিন আবুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, শয়তান আমার এবং আমার সালাত ও কিরাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আমার জন্য তা এলোমেলো করে দেয়।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা "খানজাব" নামক শয়তানের কাণ্ড। তুমি যখন তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন (আউজুবিল্লাহ পড়ে) তার কবল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং তিনবার তোমার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে।'

তিনি বলেন, 'পরে আমি তা করলে আল্লাহ তাআলা আমার থেকে শয়তানকে দূর করে দেন।'[১৬০]

---

১৫৯. সহিহু মুসলিম : ১২১৮
১৬০. সহিহু মুসলিম : ১৫৭৩

➢ পায়ে হেঁটে ইদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ইদগাহ থেকে ফিরে আসা

- জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদের দিন পথ পরিবর্তন করতেন (অর্থাৎ এক রাস্তা দিয়ে ইদগাহে গিয়ে অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন)।'[১৬১]

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদের দিন এক রাস্তা দিয়ে বের হতেন এবং অপর রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন।'

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, 'কোনো কোনো আলিম এ হাদিসের ওপর আমল করত ইমামের জন্য এক রাস্তা দিয়ে বের হয়ে অপর রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা মুসতাহাব বলেছেন।' এটি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এরও অভিমত।[১৬২]

➢ **ইদের সালাতের আগেই সদকাতুল ফিতর উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া**

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মুসলিমদের প্রত্যেক আজাদ ও গোলাম, পুরুষ ও নারী এবং ছোট-বড় সকলের পক্ষ হতে সদাকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর অথবা

---

১৬১. সহিহুল বুখারি : ৯৮৬
১৬২. সুনানুত তিরমিজি : ৫৪১

যবের এক সা' পরিমাণ আদায় করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ করেছেন এবং মানুষ নামাজে বের হওয়ার আগেই তা আদায় করে দেওয়ার আদেশ করেছেন।'[১৬৩]

➢ **নবজাতক শিশুর তাহনিক করা (কিছু চিবিয়ে তার মুখে দেওয়া)**

● আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি ছেলেটির নাম রাখলেন ইবরাহিম। তারপর খেজুর দিয়ে তাহনিক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।' সে ছিল আবু মুসা রা.-এর সবচেয়ে বড় ছেলে।[১৬৪]

● আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবু তালহার এক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা রা. বাইরে বের হলে ছেলেটি মারা গেল। আবু তালহা রা. ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটির কী হয়েছে?" উম্মে সুলাইম বললেন, "সে আগের তুলনায় অনেক শান্ত।" তারপর তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি আহার করলেন। তারপর উম্মে সুলাইমের সাথে সহবাস করলেন। সহবাস শেষে উম্মে সুলাইম বললেন,

---

১৬৩. সহিহুল বুখারি : ১৫০৩
১৬৪. সহিহুল বুখারি : ৫৪৬৭

"ছেলেটিকে দাফন করে এসো।" সকাল হলে আবু তালহা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে ঘটনার বিবরণ দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "গত রাতে কি তুমি স্ত্রীর সঙ্গে ছিলে (তার সাথে সহবাস করেছ)?" তিনি বললেন, "জি।" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে আল্লাহ, এদের দুজনকে বরকত দান করুন।"

কিছু দিন পর উম্মে সুলাইম রা. একটি সন্তান প্রসব করলেন। আবু তালহা রা. আমাকে বললেন, "তুমি তাকে উঠিয়ে নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যাও।" তিনি তাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং সাথে কিছু খেজুরও পাঠালেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "তার সাথে কিছু আছে কি?" উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, "জি, কিছু খেজুর আছে।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো নিয়ে ভালোভাবে চিবিয়ে নিলেন এবং মুখ থেকে বের করে শিশুটির মুখে পুরে দিলেন। এভাবে তিনি বাচ্চাটির তাহনিক করালেন এবং তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ।'[১৬৫]

---

১৬৫. সহিহুল বুখারি : ৫৭৭০

➢ আকিকা করা

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মেয়ে হলে একটি বকরি দিয়ে এবং ছেলে হলে দুটি বকরি দিয়ে আকিকার আদেশ করেছেন।...'[১৬৬]

- উম্মে কুরজ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে পরস্পর সমান দুটি বকরি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরি।"'[১৬৭]

- সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

'প্রত্যেক সন্তান নিজ আকিকার সাথে আবদ্ধ, যা তার পক্ষ থেকে জন্মের সপ্তম দিনে জবাই করা হয় এবং সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং নাম রাখা হবে।'[১৬৮]

---

১৬৬. মুসনাদু আহমদ : ২৫২৫০

১৬৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩১৬২, সুনানুত তিরমিজি : ১৫১৬, সুনানুন নাসায়ি : ৪২১৫

১৬৮. সুনানুন নাসায়ি : ৪২২০

➢ নবজাতক শিশুর কানে আজান দেওয়া

আবু রাফি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'ফাতিমা রা. যখন হাসান বিন আলি রা.-কে প্রসব করলেন, তখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার কানে সালাতের আজানের ন্যায় আজান দিতে দেখেছি।'[১৬৯]

বি. দ্র. শিশুর কানে ইকামাত দেওয়ার কথা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নেই।

➢ শিশু জন্মের সপ্তম দিনে তার মাথার চুল কেটে চুলের ওজন পরিমাণ সোনা-রুপা দান করা

- সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

'প্রত্যেক সন্তান নিজ আকিকার সাথে আবদ্ধ, যা তার পক্ষ থেকে জন্মের সপ্তম দিনে জবাই করা হবে এবং সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং নাম রাখা হবে।'[১৭০]

---

১৬৯. সুনানুত তিরমিজি : ১৫১৪, সুনানু আবি দাউদ : ১৫০৫
১৭০. সুনানুন নাসায়ি : ৪২২০

- আবু রাফি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন ফাতিমা রা. হাসান রা.-কে প্রসব করলেন, তখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, "আমি কি আমার ছেলের পক্ষ থেকে কোনো প্রাণী আকিকা দেবো না?" তিনি বললেন, "না। তবে তার মাথা মুণ্ডিয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রুপা মিসকিন ও আওফাজদের দান করে দাও।" "আওফাজ" ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু গরিব সাহাবি—যারা মসজিদে অথবা সুফফায় বসবাস করতেন।'

আবু নজর রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, 'আওফাজ তথা আহলে সুফফাহ অথবা মিসকিনদের মাঝে রুপা সদাকা করো। (ফাতিমা রা. বলেন, তখন আমি তা দান করলাম। অনুরূপভাবে যখন আমি হুসাইনের জন্ম দিই, তখনও অনুরূপ দান করলাম।'[১৭১]

➢ প্রথম দিন নাম না রাখলে সপ্তম দিনে নাম রাখা

- আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে রাসুল

---

১৭১. মুসনাদু আহমদ : ২৭১৮৩, এই হাদিসে আকিকা করতে কেন নিষেধ করা হলো তা বোধগম্য নয়। তাই ফাতিমা রা.-কে নিষেধ করার কিছু কারণ আলিমগণ উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাইহাকি রহ. সেখান থেকে একটি কারণ উল্লেখ করেছেন : তা হচ্ছে, তাদের দুজনের আকিকা করার দায়িত্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ওপর নিয়েছিলেন। তাই অন্যদের আকিকা না করে চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদাকা করতে আদেশ করেছেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি ছেলেটির নাম রাখলেন ইবরাহিম। তারপর খেজুর দিয়ে তাহনিক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।' সে ছিল আবু মুসা রা.-এর সবচেয়ে বড় ছেলে।[১৭২]

- সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

'প্রত্যেক সন্তান নিজ আকিকার সাথে আবদ্ধ, যা তার পক্ষ থেকে জন্মের সপ্তম দিনে জবাই করা হবে এবং সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং নাম রাখা হবে।'[১৭৩]

➢ খতনা করা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

---

১৭২. সহিহুল বুখারি : ৫৪৬৭
১৭৩. সুনানুন নাসায়ি : ৪২২০

'ফিতরাত (মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব) পাঁচটি অথবা পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : খতনা করা, (নাভির নিচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।'[১৭৪]

➢ জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যাওয়া

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাজা যাচ্ছিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটি একটি ইহুদির জানাজা!" তিনি বললেন, "তোমরা যখন কোনো জানাজা দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে।"'[১৭৫]

➢ জানাজা নিয়ে দ্রুত চলা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

'তোমরা জানাজা নিয়ে দ্রুত চলবে। কারণ, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ। আর যদি সে অন্য কিছু হয়,

---

১৭৪. সহিহুল বুখারি : ৫৮৮৯, সহিহু মুসলিম : ২৫৭
১৭৫. সহিহুল বুখারি : ১৩১১, সহিহু মুসলিম : ৯৬০

তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেলছ।’[১৭৬]

➢ জানাজা রাখার আগে না বসা

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ

‘যখন তোমরা জানাজা দেখতে পাবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে তার অনুসরণ করবে, জানাজা রাখার আগে সে বসবে না।’[১৭৭]

➢ নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করা

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

‘দশটি কাজ ফিতরাত (মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব)-এর অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা,

---

১৭৬. সহিহুল বুখারি : ১৩১৫, সহিহু মুসলিম : ৯৪৪
১৭৭. সহিহুল বুখারি : ১৩১০, সহিহু মুসলিম : ৯৫৯

মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা ইসতিনজা করা।'

হাদিসের রাবি মুসআব বলেন, 'আমি দশম কাজটি ভুলে গেছি, তবে সেটি "কুলি করা" হতে পারে।'

কুতাইবা রহ. আরও কিছু বৃদ্ধি করে বলেন, 'ওয়াকি রহ. বলেন, "পানি ঢালা, অর্থাৎ ইসতিনজা করা (এটাও মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত)।"'[১৭৮]

➢ মৃত্যুর আগে অসিয়ত করা

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

'কোনো মুসলমানের কাছে অসিয়ত করার মতো কিছু থাকলে সে অসিয়ত লিপিবদ্ধ না করে এক রাত বা দুই রাত অতিবাহিত করা তার জন্য উচিত নয়।'[১৭৯]

---

১৭৮. সহিহু মুসলিম : ২৬১
১৭৯. সহিহুল বুখারি : ২৭৩৮, সহিহু মুসলিম : ১৬২৭

➢ ফিতরি সুন্নাতসমূহ

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

'ফিতরাত (মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব) পাঁচটি অথবা পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : খতনা করা, (নাভির নিচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।'[১৮০]

- আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

'দশটি কাজ ফিতরাত (মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব)-এর অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা ইসতিনজা করা।'

---

১৮০. সহিহুল বুখারি : ৫৮৮৯

হাদিসের রাবি মুসআব বলেন, 'আমি দশম কাজটি ভুলে গেছি, তবে সেটি "কুলি করা" হতে পারে।'

কুতাইবা রহ. আরও কিছু বৃদ্ধি করে বলেন, 'ওয়াকি রহ. বলেন, "পানি ঢালা, অর্থাৎ ইসতিনজা করা (এটাও মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত)।"'[১৮১]

➢ অজুর সুন্নাতসমূহ

★ বিসমিল্লাহ পাঠ করা

● আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(কোনো এক সফরে) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক সাহাবি পানি তালাশ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমাদের কারও নিকট কি পানি আছে?" (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন, "বিসমিল্লাহ বলে অজু করো।" তখন আমি তাঁর আঙুলের ফাঁক হতে পানি বের হতে দেখলাম। অতঃপর উপস্থিত সাহাবিদের শেষ ব্যক্তিসহ সকলেই এই পানি দিয়ে অজু করলেন।'

সাবিত রহ. বলেন, 'আমি আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, "উপস্থিত সাহাবিদের সংখ্যা কতজন ছিল বলে আপনি মনে করেন?" তিনি বললেন, "৭০ জনের মতো।"'[১৮২]

---

১৮১. সহিহু মুসলিম : ২৬১
১৮২. সুনানুন নাসায়ি : ৭৮

- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

'ওই ব্যক্তির সালাত হয়নি, যার অজু (সঠিকভাবে) হয়নি। আর যে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়নি, তার অজু (সঠিকভাবে) হয়নি।'[১৮৩]

★ প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা এবং তিনবার করে ধৌত করা

হুমরান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি উসমান বিন আফফান রা.-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনালেন এবং উভয় হাতের তালুতে তিনবার পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের ভেতর ঢোকালেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দুহাত কনুইসহ ধুয়ে নিলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং উভয় পায়ের টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

১৮৩. সুনানু আবি দাউদ : ১০১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৯

'যে ব্যক্তি আমার মতো এ রকম অজু করবে এবং পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে, যাতে মনে মনে কোনো কথা বলবে না (অর্থাৎ পূর্ণ মনোযোগ নামাজের মধ্যে রাখবে), তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[১৮৪]

★ নাক পরিষ্কার করা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرِ

'যে ব্যক্তি অজু করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে এবং যে ইসতিনজা করে সে যেন বিজোড় সংখ্যক (ঢিলা) ব্যবহার করে।'[১৮৫]

➢ দ্রুতগতিতে হাঁটা

সাইদ বিন জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবু তুফাইল রা. বললেন, "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি।" আমি বললাম, "তাঁকে কেমন দেখলেন?" তিনি বললেন, "তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়ী চেহারার অধিকারী। যখন পথ চলতেন, তখন মনে হতো, তিনি বুঝি কোনো নিচু জায়গা দিয়ে নামছেন।"[১৮৬]

---

১৮৪. সহিহুল বুখারি : ১৬৪, সহিহু মুসলিম : ২২৬
১৮৫. সহিহুল বুখারি : ১৬১, সহিহু মুসলিম : ২৩২
১৮৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৬৪

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক তেইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

সুন্নাত বিলুপ্ত হওয়া, অবহেলিত হয়ে পড়া, তা থেকে মানুষ বিস্মৃত হয়ে পড়া এবং সমাজে তার বাস্তবায়ন না থাকা—এর সবই বিদআত প্রসারের লক্ষণ। যেমন ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

مَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتَ السُّنَنُ

'প্রতিটি নতুন বছরেই মানুষ একটি করে বিদআত আবিষ্কার করে এবং একটি করে সুন্নাত মিটিয়ে দেয়। এভাবে একসময় বিদআত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।'

-আল-বিদউ লি ইবনি ওয়াজাজাহ : ২/৮৩